তারিখ 10 6 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

সংবাদ

শিক্ষামন্ত্রীর সামনে

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানকে লাঞ্ছিত করেছে আ'লীগ নেতারা

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের উপস্থিতিতে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহাম্মেদ ও মন্ত্রীর শ্যালক শামীমকে লাঞ্ছিত করেছে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এ সময় শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানের পরনের জামা ছিঁড়ে ফেলা হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। শনিবার দুপুর আড়াইটায় রংপুর সার্কিট হাউজে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় মন্ত্রী হতবাক হয়ে যান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার সকালে রংপুর জিলা স্কুল মাঠে শিক্ষার উন্নত পরিবেশ ও জঙ্গিবাদমুক্ত শিক্ষাঙ্গন শীর্ষক বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা থেকে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বক্তব্য রাখেন রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার কাজী হাসান আহাম্মেদ ডিআইজি খন্দকার দিনাজপুর : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

দিনাজপুর : শিক্ষাবোর্ড

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

গোলাম ফারুক, জেলা প্রশাসক রাহাত আনোয়ার, পুলিশ সুপার মিজানুর রহমানসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। মঞ্চে রংপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র শরফ উদ্দিন আহাম্মেদ ঝন্টু, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নুর উন নবী, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি শাফিয়ার রহমান উপস্থিত থাকলেও তারা কেউ বক্তব্য দেননি। তবে সমাবেশ চলাকালে সিটি মেয়র ঝন্টু মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি শাফিয়ার মঞ্চ থেকে নেমে চলে যান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। সমাবেশ শেষে মন্ত্রী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে সার্কিট হাউজে যান। সেখানে মন্ত্রীর জন্য দুপুরের খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। দুপুর পৌনে ৩টার দিকে জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মমতাজ উদ্দিন আহাম্মেদ মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি মণ্ডল, যুগ্ম সম্পাদক শাহিনুর রহমান সোহেল, জেলা আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক তৌহিদুর রহমান টুটুল রংপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি নাসিমা জামান ববিসহ যুবলীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছা সেবক লীগের নেতারাসহ সার্কিট হাউজে মন্ত্রীর কক্ষে গিয়ে তাকে ফুলের তোড়া উপহার দেন। এরপর আওয়ামী লীগ নেতারা অভিযোগ করেন রংপুরে এতবড় সমাবেশ হলো অথচ আওয়ামী লীগের কাউকেই নিমন্ত্রণ করা হয়নি। এমনকি সমাবেশে যে ব্যানার লাগানো হয়েছিল সেখানে তাদের অতিথি হিসেবে কারো নাম রাখা হয়নি। এ জন্য তারা দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে দায়ী করেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ নেতারা দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহাম্মেদ হোসেনকে অশালীন ভাষায় গালাগাল করে এবং তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। তার ওপর চড়াও হয়ে লাঞ্ছিত করার পাশাপাশি তার পড়নের শার্ট ছিঁড়ে ফেলে। এ সময় মন্ত্রীর শ্যালক শামীম এগিয়ে এলে তাকেও দালাল বলে গালাগাল করে লাঞ্ছিত করা হয়। এ সময় মন্ত্রী অবাক দৃষ্টিতে পুরো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। উপস্থিত কর্মকর্তা ও আওয়ামী লীগের কিছু নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে মন্ত্রী বিক্ষুব্ধ হয়ে না খেয়েই চলে যাবার সময় তাকে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে আবার খাবার টেবিলে বসানো হয়। এ ঘটনা জানাজানি হলে তোলপাড় শুরু হয়।

এ ব্যাপারে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সমাবেশ ছিল সরকারি প্রোগ্রাম, তাকে লাঞ্ছিত করার বিষয়ে জানতে চাইলে চরম হতাশা প্রকাশ করে আর কোন কথা বলতে রাজি হননি।

এদিকে এ বিষয়ে জানতে চাইলে মহানগর আওয়ামী লীগের এক শীর্ষ নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, রংপুরে বিভাগীয় সমাবেশ হলো অথচ আওয়ামী লীগের জেলা বা মহানগরের কোন নেতাকে আমন্ত্রণ জানাননি শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান। এমনকি সমাবেশে যে ব্যানার লাগানো হয়েছে সেখানেও আওয়ামী লীগের কোন নেতার নাম পর্যন্ত রাখা হয়নি। শুধু তাই নয় শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানকে এ ব্যাপারে কোন কোন আওয়ামী লীগ নেতা জিজ্ঞাসা করলে তিনি নাকি বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের পছন্দ করেন না। এ বিষয়ে মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করতে গিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে।